বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
(বিআরডিবি)

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম জাতীয়ভাবে চালু করেন। সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয় ঘটে।

আশি ও নব্বই দশকে কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১২১টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। BIDS এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত নীতি-কৌশল অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২, রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

বিআরডিবি গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত ক্রমপুঞ্জিত সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৯৩,৪৮৫টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি ৬১,৬৯,৯৭৮ জন। বিআরডিবি'তে চাকুরিজীবি ও বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২,৬০,৫০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৩,৪৭,৯১৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২৩ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৮,০৮৬.১২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,১৭,৬৪৯.৭৭ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,৩৫,৭৩৬.৮৯ লক্ষ টাকা।

বিআরডিবি শুরু হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ২২,৩৮,৪১৩.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ১৯,৮০,২৩৩.২৩ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৯৮%। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিআরডিবি'র সুফলভোগিদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুপল্লী, কারূগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি'র ৪টি প্রর্দশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসির অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে বিআরডিবি 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি হতে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশিদারিত্বে বিআরডিবি ২১,০৭৭ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বির্নিমাণের রুপকল্প ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) কে সুবিবেচনায় রেখে সরকার যে উন্নয়ন অভিযাত্রা সূচনা করেছে এবং যে অদম্য গতিধারায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, বিআরডিবি সে ধারা লালন করে সে অনুযায়ী দেশের পল্লী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য(Mission): স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্ত ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - ভাইস- চেয়ারম্যান

৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সদস্য

৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - সদস্য

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - সদস্য

৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - সদস্য

৭। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি - সদস্য

৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য

৯। কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন (উল্লেখিত বিভাগ সমূহের) একজন করে কর্মকর্তা- সদস্য

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - সদস্য

১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য - সদস্য

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য-সচিব

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত দুই স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থানঃ বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহঃ সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবলঃ প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্যঃ সদরদপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থানঃ দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবলঃ জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রমঃ জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থানঃ দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪ টি।

জনবলঃ উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রমঃ উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/ সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

২.২ প্রশাসন বিভাগ

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা আয়োজন;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার জন্য বিআরডিবি অংশের কার্যপত্র তৈরি ও প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানের সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি। এ বিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) এ বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখা দুটিতে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে।

২.২.১ পার্সোনেল শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

পেনশন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;

শৃঙ্খলা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;

২.২.২ সাধারন পরিচর্যা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয়-বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানী সরবরাহ।

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

২.৩.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

২.৩.২ হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যাদি যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবংস্থানান্তর সংক্রান্ত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন।

২.৩.৩ নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয়/ ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম) অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্মপরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

২.৪.১ ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একিভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে মাসিক অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা আয়োজন;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক একিভূতকরণ এবং মনিটরিং শাখায় প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ) কর্তৃক চাহিত ঋণ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণ সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ।

২.৪.২ সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৪.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি;
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপনে প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শণ ও বিক্রয়ের জন্য পল্লী বিপণী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা;
- কৃষি উৎপাদন, কৃষি ঋণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা;
- আর্দশ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান এবং এ সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন;
- বিআরডিবি-ইউসিসিএ'র ব্যবসা কার্যক্রম পরিবীক্ষন এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম মনিটরিং।

২.৪.৪ সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- জোড়াবাড়ি সংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি: এর নিজস্ব তহবিল ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমস্যাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

২.৪.৫ পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;

- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:

২.৪.৬ সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি।

২.৪.৭ বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্টসেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ কার্যক্রম ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র (এসএমই) ওয়েবসাইটে এসএমই ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য এসএমই সফটওয়্যারে পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং পোস্টিংকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা।
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ সংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক ঋণ আদায় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;

২.৪.৮ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন ,সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্ম পরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

২.৫.১ পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২.৫.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২.৫.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙিখত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;

২.৫.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা;
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;

২.৫.৫ নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী।

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৬.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর হতে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ এবং দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। এছাড়াও লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটারিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সনে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র জনবল কাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই'র মোট জনবল ৪১ জন। এদের মধ্যে পরিচালক, ২ জন যুগ্ম পরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার (হিসাব)-সহ মোট অনুষদ সদস্য ১৫ জন। অবশিষ্ট ২৬ জন কর্মচারী রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

২.৬.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সনে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সনে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভূক্ত করা হয়। বিআরডিবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিজস্ব আয় দ্বারা পদাবিকের নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকলীন থেকেই গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। এছাড়াও বুক কিপিং, টিওটি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসন বিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৬.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রমভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৩.১০ নারী ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

৩.১ এক নজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভূক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার, আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলাদপ্তর, উপজেলাদপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/ কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২৩ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২২-২০২৩ অর্জন	জুন, ২০২৩ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২৩)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০	৪৮৭	৪৮৭
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৭,৪৫৯	১,৮০,৬৩৫	১,৯৩,৪৮৫
৩	সদস্য (জন)	১,৬৫,৭২৪	৫০,৮৭,১১৮	৬১,৬৯,৯৭৮
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৪	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৫৮৫.১৮	১৩,২৮০.৫৮	১৮,০৮৬.১২
৫	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	১২০৩৬.৬৬	৬৪,৮০৭.২০	১,১৭,৬৪৯.৭৭
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৬৫,১১৯.৩৭	-	২২,৩৮,৪১৩.২৫
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৫৯,৩৫৭.৩২	-	১৯,৮০,২৩৩.২৩
৮	আদায়ের হার	৭৭%	-	৯৮%
৯	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৮৭,৪৭৪	-	৭৭,৯৮,৫৬৩
গ) প্রশিক্ষণ				
১০	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধণমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৩৩,০৯০	-	৭৩,৪৭,৯১৪
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারি (জন)	১০,৮১৭	-	২,৬০,৫০২
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১২	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১৩	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৪	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	৩,৫৫,২৮৮
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৬	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	৯০০০	-	৫৪,৯৯১
১৭	প্রদর্শনী খামার	৩০৭২	-	৭৬৮০
১৮	১। সেলাই মেশিন (টি) ২। কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফাস্ট এইডস বক্স (সেট) ৩। মোবাইল মেরামত টুলস (সেট)	৮০ - -	- - -	১৩২০ ৪০ ৮০
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
১৯	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	৫,১২০	-	২১,০৭৭
২০	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১.৩০	-	২০,৪৯৬.০২
২১	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৭৯.৫৩	-	১৩৬৩.৪৪
২২	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	১.৫১	-	৩৮০.০৯
২৩	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.১৭	-	১.১১
২৪	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.২১	-	০.৯৯

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

শুরু থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত সমিতি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

কার্যক্রমের ধরন	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি									জুন ২০২৩ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন	১০৪	৮৩	১৮৭	২,১৪৮	৫,১২৪	৭,২৭২	২,২৫২	৫,২০৭	৭,৪৫৯	৬৪,৪২৫	৩১,০৮০	৯৫,৫০৫	৩৬,০৮৫	৪৯,০৪৫	৮৫,১৩০	১,০০,৫১০	৮০,১২৫	১,৮০,৬৩৫
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৭,১০৫	৭,৯৫০	১৫,০৫৫	৩৭,১৩২	১,১৩,৫৩৭	১,৫০,৬৬৯	৪৪,২৩৭	১,২১,৪৮৭	১,৬৫,৭২৪	২১,৫৭,৫৬৫	১০,৭৬,১১৮	৩২,৩৩,৬৮৩	৭,১৪,৩৭৮	১১,৩৯,০৬৭	১৮,৫৩,৪৪৫	২৮,৭১,৯৪৩	২২,১৫,১৮৫	৫০,৮৭,১১৮

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৪৫৯টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিআরডিবি'তে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১,৬৫,৭২৪ জন গ্রামীণ জনগনকে সেবার আওতায় এনেছে, এর মধ্যে পুরুষ ৪৪,২৩৭ জন এবং মহিলা হচ্ছে ১,২১,৪৮৭ জন। বিআরডিবি'তে কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৮১ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৫০.৮৭ লক্ষ জন বিদ্যমান।

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়।

পুঁজি গঠন কার্যক্রম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)							স্থিতি (জুন ২০২৩) (লক্ষ টাকা)						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৩১৯.৪২	২৬৫.৭৬	০.০০	০.০০	৩১৯.৪২	২৬৫.৭৬	৫৮৫.১২	৮৮৭৭.৪৩	৪৪০৩.৯৫	০.০০	০.০০	৮৮৭৭.৪৩	৪৪০৩.১৫	১৩২৮১.০৮
সঞ্চয় জমা	৫২২.৩৪	১০১৭.৬৩	২৫২৬.৯০	৭৯৬৯.৭৯	৩০৪৯.২৪	৮৯৮৭.৪২	১২০৩৬.৬৬	১৬৬৩৭.৮৫	৯৪১৬.৬৭	১২২৮৫.৯৫	২৬৪৬৬.৭৩	২৮,৯২৩.৮০	৩৫,৮৮৩.৪০	৬৪,৮০৭.২০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমান ৫৮৫.১৮ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমান ১২০৩৬.৬৬ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩২.৮১ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬৪৮.০৭ কোটি টাকা।

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল সূচকে সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ এমন একটি চালিকা শক্তি যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণস ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে 'জামানত' বিহীন তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি ও সমাদৃত হয়। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিআরডিবি ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ শুরু করে।

ঋণ বিতরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ খাতে ১৬৫১১৯.৩৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করে। শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ **২২৩৮৪১৩.২৫** লক্ষ টাকা।

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪৪৩৭.৭২	৪৭২৯.৮৯	২৯১৬৭.৬১	৪২৪৪২২.৪৫	৭১৬১৯.৮২	৪৯৬০৪২.২৭
এসএমই	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩৪২.১৯	১০৬৫৭.৮১	৩০০০০.০০
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭২৫২.৫৭	৭২৫২.৫৭	০.০০	১৭৬৮৬১.৫৮	১৭৬৮৬১.৫৮
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	১২৫৯৬.৩৭	৪৩৯৫০.৭৩	৫৬৫৪৭.১০	২১৮৭৬.৩৩	১৪১১১০.১৭	১৬২৯৮৬.৫০
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৮৮৭০.৭৭	৫০৩৭৯.৭১	৬৯২৫০.৪৮	৩৭০৬৩১.৫৬	৯৬৭৩১৫.০০	১৩৩৭৯৪৬.৫৬
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১৩৭১.৫৭	৮৩৯.২০	২২১০.৭৭	১৮০৪৪.১৬	১১১৫২.৯২	২৯১৯৭.০৮
সিভিডিপি	৩৭৩.৮৯	৩১৬.৯৫	৬৯০.৮৪	২৯৫৯.৪৩	২৪১৯.৮৩	৫৩৭৯.২৬
সর্বমোট	**৫৭৬৫০.৩২**	**১০৭৪৬৯.০৫**	**১৬৫১১৯.৩৭**	**৮৫৭২৭৬.১২**	**১৩৮১১৩৭.১৩**	**২২৩৮৪১৩.২৫**

ঋণ আদায়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের নিকট হতে বিতরণকৃত ঋণের মোট **১৫৯৩৫৭.৩২** লক্ষ টাকা আদায় করে। শুরু হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহিতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ **১৯৮০২৩৩.২৩** লক্ষ টাকা।

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪৪১৭.৪৮	৪১৩৩.০৩	২৮৪৭৬.৫১	৪১৬৪৬১.২৯	৩৯১৮০.৫৮	৪৫৫৬৪১.৮৭
এসএমই	৮৭৭০.০০	৫৯৫২.০০	১৪৭২২.০০	১১১৮৩.৮৮	৮৪৫৮.০৫	১৯৬৪১.৯৩
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭০০৬.৩৩	৭০০৬.৩৩	০	১৬২৭৫২.৮০	১৬২৭৫২.৮০
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৭৪৫৬.৭৬	২৭২৯১.১০	৩৪৭৪৭.৮৬	১১৪৯৭.৪০	১০৬৩৩৬.৮৭	১১৭৮৩৪.২৭
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৯৬২৪.৮৩	৫১৫৬০.১৯	৭১১৮৫.০২	২৮৫৮১৬.৭৪	৯০৯৩৬৩.৩১	১১৯৫১৮০.০৫
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	৬৫১.৯৫	১৮৫২.৮৯	২৫০৪.৮৪	১৩৬৫২.৯৬	১০৪৩১.৪৬	২৪০৮৪.৪২
সিভিডিপি	৩৪৬.০১	২৯৪.৭৫	৬৪০.৭৬	২৫৯৭.০২	২৫০০.৮৭	৫০৯৭.৮৯
সর্বমোট	**৬১২৬৭.০৩**	**৯৮০৯০.২৯**	**১৫৯৩৫৭.৩২**	**৭৪১২০৯.২৯**	**১২৩৯০২৩.৯৪**	**১৯৮০২৩৩.২৩**

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পল্লী জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি সমিতির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী							
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে			ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)			২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে				ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধণমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
১০,৮১৬	০১	১০,৮১৭	২,৭০,৫৮৮	৭৩১	২,৬০,৫০২	৪৮,১৮৪	৩৬,৪৬৭	৪৮,৪৩৯	১,৩৩,০৯০	১৮,৫৮,৫৫৩	১৮,৪৬,১১৭	৩৬,৪৩,২৪৪	৭৩,৪৭,৯১৪

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সেচ কার্যক্রম পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম। সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য বিআরডিবি কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে

বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্রখাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এর ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি সহ। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪১.৮০ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্র সমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/ অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লীঃ

কারুপল্লী মূলত বিআরডিবি'র উপকারভোগী পল্লী জনগনের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কর্মাস সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

রংপুর জেলা শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান।

.

উদকনিক প্রকল্পের নির্মাণাধীন প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএম-এ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনধিক ১.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের এ স্কিমে মোট ব্যয়ের ৮০% টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় এ ধরনের ২০২২-২০২২৩ অর্থবছরে ৫,১২০টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়নের সংখ্যা ২১,০৭৭টি।

নরসিংদীর বেলাবো উপজেলায় স্কীম (কাঠের ব্রীজ) নির্মাণ

ফরিদপুরের বোয়ালখালী উপজেলায় স্কীম (মাদ্রাসার অযুখানা) নির্মাণ

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারিকেলের চারা রোপণ	
২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত	২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত
১.৩০	২০,৪৯৬.০২	০.২১	০.৯৯	০.১৭	১.১১	১.৫১	৩৮০.০৯	৭৯.৫৩	১৩৬৩.৪৪	১.৫৪	১৮৩.১৩

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় মহিলা সমিতি গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায় ,দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র্য, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুজিঁ গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। বিআরডিবির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীতে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসজি চাষ, ফলফুলের চাষ, কাপর সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকঁশা, বাটিক, বুটিক,অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাশঁ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প,

চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

বিআরডিবি'র গ্রামীন নারীদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে অর্ন্তভূক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিআরডিবি মূখ্য ভুমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভূক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবি'র এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

(ক) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। বর্তমানে এ জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

(খ) দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়নে আপডেট করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিআরডিটিআই জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

গ) পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ কার্য সম্পাদন করতে পারছে।

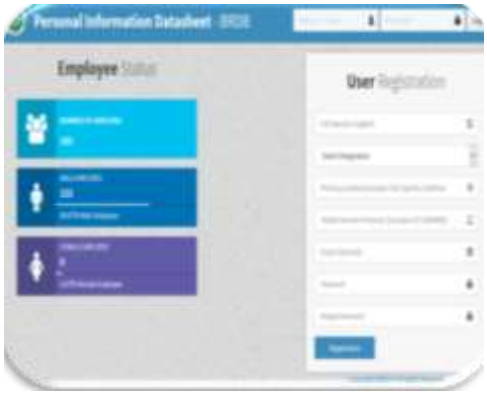

বিআরডিবি পার্সোনাল ডাটা সীট (পিডিএস)

(ঘ) ডি-নথি

সদর দপ্তরের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ডি-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দাপ্তরিক কাজে ডি-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

ডি-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদরদপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

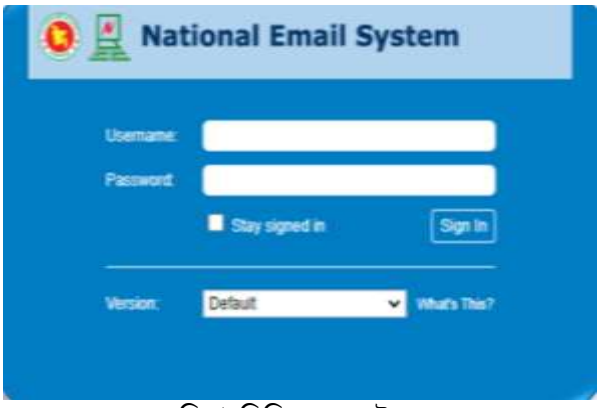

বিআরডিবি ওয়েবমেইল

(চ) ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সিস্টেম" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার কার্যক্রম চলমান। চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ডকুমেন্ট সরবরাহসহ সঠিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(ছ) <u>ডিজিটাল সেবা</u>

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য “কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম” নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যে কোন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

ডিজিটাল সেবা

(জ) <u>ই-জিপি</u>

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ই-জিপি

(ঝ) <u>ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস</u>

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখা এ দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(ঞ) <u>সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার</u>

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি’র সকল জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

বিআরডিবি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার

চর্তুথ অধ্যায়
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভূক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভূক্ত প্রকল্প

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভূক্ত প্রকল্প

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

				২০২২-২০২৩ অর্থবছরর অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩পর্যন্ত)	
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ	মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	এপ্রিল, ২০১৪ - জুন, ২০২৩	১৩১৪৭.৫৮	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৪৩৬.০০	১৪৮২২.৯০	১২৯৪৩.৪৯
২।	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২৩	২৮৬৬২.৯৭	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫২১৫.৫৩	২৩৬৩৩.১১	২৩৪৯৫.৮৪
৩।	দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৩	২৩৭৩০.০০	৬২৪০.০০	৬২৪০.০০	৬১৭৪.৪৪	৬০৮২.৬২	২০৪০৬.৯৪	১৯৯৪৩.৮১
৪।	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ - জুন, ২০২৩	৫০৯৪.০০	৮৭২.০০	৮৭২.০০	৮২৫.৬৪	৭৮৮.৬৭	৫০৪৭.৬৪	৪৯৬০.৭৯
৫।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প- ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৬২৩৫.২৩	৬২৩৩.৮২	৯৪৯৭.৩৪	৯৪৯৫.৯৫
৬।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০	২৭৬০০.০০	২১৭৯১.০৯	২১৫০৯.১০৯	৫০২৪৭.০৯	৪৯৩৭৮.৪৭
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (বিআরডিবি অংশ)									
৭।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়)-বিআরডিবি অংশ	জানুয়ারি, ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০৪.৭৫	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭২৬.৭৯	৪৮৫৬.৪৬	৪৩০৫.৭৭

৪.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩১,৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ হতে জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনকল্পে প্রকল্প এলাকার অতি দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলা ও পুরষদেরকে হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্যতা নিরসন।

খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

গ) আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম উৎপাদন বৃদ্ধি।

ঘ) দরিদ্রপ্রবন এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঙ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরী পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি।

চ) দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।

ছ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩১৪৭.৫৮	৬৩৯.০০	৬৩৯.০০	৪৩৬.০০	৬৮.২৩%	৬৮.২৩%	১৪৮২২.৯০	১২৯৪৩.৪৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২০২৩)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৫	৫	১০৩৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০০০০	৬০০	৫৯১	১৩৬১৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০	১৫.০০	১৮.৪০	২০৩.৬০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮৬৪০	০	০	৬৬৪৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১১০০.০০	৫৫০.০০	৬২৬.৪৫	৪৫৭৮.৩৫
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১১০০.০০	৮১.৯২	৫০৬.৫১	৩৩৫৩.২৬

৪.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮,৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল-ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৫,০২৯.৫০ লক্ষ টাকা)

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : ০১ জুলাই/২০১৫ – ৩০ জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন পরিষদ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) গ্রামবাসীর চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

চ) সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

ছ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

জ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

ঝ) উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৮৬৬২.৯৭	৫৩৪৯.০০	৫৩৪৯.০০	৫২১৫.৫৩	৯৮%	৯৮%	২৩৬৩৩.১১	২৩৪৯৫.৮৪

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (টি)	৫৮৫০	৬৫০	৬৫০	৭১৪০
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৩৫০৯৩৫	৭৬২৫৮	৭৬২৫৮	৩৫০৯৩৫
৩	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি (টি)	৬৫০	০	০	৬৫০
৪	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৪৫৯৯৬	৭৮০০	৬৫০৪	৩৮২০৪
৫	ভিডিসি স্কীম (টি)	২১০৮৭	৫১২০	৫১২০	২১০৮৭
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৫৭০১৬	৩০৭২৬	৩০৭২৬	৪৫৭০১৬

৪.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০,৯৪.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ - জুন/২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ১৮,৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ) বৈশ্বিক করোনা মহামারী (কোভিড-১৯) জনিত কারনে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

গ) গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার ৮২টি ইউনিয়নের গরীব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

ঘ) অভিষ্ট সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

ঙ) কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি কার্যক্রম বিকশিতকরণ।

চ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন।

ছ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

জ) নদী ভাঙ্গন কবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

ঝ) এক পল্লী এক পণ্য ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

উপকারভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মহাপরিচালক, বিআরডিবি

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫০,৯৪.০০	৮৭২.০০	৮২৫.৬৪	৭৮৮.৬৭	৯০%	৯৬%	৫০৪৭.৬৪	৪৯৬০.৭৯

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫৩৯	৪৪	৪৪	৫৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৮৬০০	১২৩০	১২৩০	১৮৬০০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	০	১০০.০০	১০৪.৫৮	৪০৫.৫৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬০০	১৮২০	১৮২০	১৮৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২৬২৮.০০	১২০০.০০	১২৫০.৩৮	৪১৮৩.৭৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	১০০০.০০	১০২৬.০৯	২৫৫৩.৬৮

৪.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৭,৩০.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষতঃ মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।

খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

গ) অপ্রধান শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৭,৩০.০০	৬২৪০.০০	৬১৭৪.৪৪	৬০৮২.৬২	৯৮%	৯৯%	২০৪০৬.৯৪	১৯৯৪৩.৮১

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সুবিধাভোগী নির্বাচন (জন)	৩০০০০০	০০	০০	৩০০০০০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০	১৯০	১৯০	৭৬৮০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২৭০০০০	২১০০০	২১০০০	২৩৪৪৭৬
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৩২৪০.০০	১১০০.০০	১১০০.৩৭	৩০৭৯.২২
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৯৩৮৪০	৩০৭২০	৩০৭২০	৮৩৬০০
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২২৯৭৭.০০	১০১৬২.০০	১০১৬২.৩৬	২১২৪১.৬৩

৪.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ।

খ) জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা।

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ।

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৮৫৮৯.৯৩	৮০০০.০০	৬২৩৫.২৩	৬২৩৩.৮২	৭৮%	১০০%	৯৪৯৭.৩৪	৯৪৯৫.৯৫

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৭২০	৩৮৮	৩৮৮	৩৩০৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১১৮০০০	১১৪৮৬	১১৪৮৬	৯২৮৬২
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৪৬৫৬.০০	৮১২.৩৫	৫১৯.১৫	৩৬৫৬.৪৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৫৪০	৬৬০০	৬৬০০	৬৪৩৯৮
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২১৮৩৫.০০	১২৫০০.০০	১৬৬১৪.২৬	১০১১২৬.০৭

৪.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯২৮,৮৮.২৯ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/ ২০২১ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওততায় নির্ধারিত ৪৮ টি জেলার ২২০ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা।

খ) সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন, সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গ) কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরৎ কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসূখী প্রশিক্ষনোত্তর পুনর্বাসন।

ঘ) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। এবং

ঙ) টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় হোগলাজত পণ্যের জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২৮৮৮.২৯	২৭৬০০.০০	২১৭৯১.০৯	২১৫০৯.১০৯	৭৮%	৯৯%	৫০২৪৭.০৯	৪৯৩৭৮.৪৭৪৪৬

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৩৩৩১	৭৯৭৬	৫৬১৯	৮৯৩২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭০০০০০	২৭৬২১৮	১০০০১৬	১৫৬৮১১
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	২৫৯১৩.৭৭	৪৮০৭.০০	৫৬৭৬.৭০	৬২৪৪.৫৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩০০০০	৩৩৯৬২	৩৫৮৭৪	১৩১০০১
৫	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৬৬০০০.০০	২৭৭৭২.৩৬	২৭৮৯৩.৬৫	৩৩৫৬০.২৫

৪.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮০০৪.৭৫ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ ০১ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২০২৩ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮০০৪.৭৫	১৭৫১.০৯	১৭৫১.০৯	১৭২৬.৭৯	৯৯%	৯৯%	৪৮৫৬.৪৬	৪৩০৫.৭৭

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৮৫০	১৭১	২৪৫৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪১২০০০	১১৬৫৫	২৭৫৫৪৭
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৯০৯.৩৭	৭৩৯৬.০৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮৬৫২৪	৮৪৮১	১২০০৩৭
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৮৭০৬.৫০	৬৯০.৮৪	৫৩৭৯.২৬
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৬৯০.৭৬	৫১১০.২৯

পঞ্চম অধ্যায়

চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি

৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

৫.১.৫ উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

৫.১.৮ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি

৫.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি

৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

৫.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

৬.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৫.১.১ মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি (প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) কুমিল্লা মডেল হিসেবে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি সমবায় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হলেও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখ-ভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এগুলোকে বিআরডিবি'র প্রত্যক্ষ সহায়তায় গঠন করা হয়েছে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিআরডিবি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ইউসিসিএগুলোর দায় -দায়িত্ব নিয়ে সরকার কর্তৃক সকল ইউসিসিএ'র অনুকূলে ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন মূল কর্মসূচি'র সমবায় ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:

এ কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা, এএফও ১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা এবং সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৫.৬২ লক্ষ টাকা ইউসিসি'তে একীভূত করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকীর অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩৯০০.৯৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' হিসেবে বিভিন্ন ইউসিসিএ'তে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আরএলএফ প্রবৃদ্ধির পরিমান ৬৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা। ফলে বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' ২৫৯৭৮.৮৯লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৭৫২৫.১৩ লক্ষ টাকা ।

খ) ব্যাংক মাধ্যম ঋণ:

ইউসিসিএ/ কেএসএস এর ঋণ পরিচালনার জন্য প্রণীত ব্যাংকিং পরিকল্পনা ১৯৮৩ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর আওতায় স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋন কার্যক্রম রয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতায় রোপা, আমন, রবি ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩ টি জেলায় সোনালী ব্যাংক অর্থায়নে ফসলী ঋণ (রোপা, আমন, রবি ফসল) খাতে ৩৯৪১.৩৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকুলীয় ০৩ টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) (চিংড়ী চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ২১৮২.৯১ লক্ষ টাকা।

গ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল:

বিআরডিবি'র কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএগুলোকে ব্যাংক ঋনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভূক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএলিঃ এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বুঝায়। প্রত্যেক উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৭টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল হতে ৫৫১৮.২৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

৫.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৭৫ সাল হতে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংক'র আর্থিক সহায়তায় প্রথমে ৩০টি এবং পরবর্তীতে আরও ১০০টিসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে জানুয়ারী ১৯৯৬ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলাসহ মোট ১৫২টি উপজেলায় "সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)" নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০ উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহিত ২২টি উপজেলা হতে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বর্হিভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় "মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ)" হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

অনুবিভাগের কার্যক্রমসমূহঃ

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;

খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);

গ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন ,সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;

ঙ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;

চ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;

ছ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;

জ) সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ;

ঝ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;

ঞ) অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত
৭২৫২.৫৭	১৭৭৫৭২.১৩	১২,৬৫৫	৪৫৮১২৪	৭০০৬.৩৩	১৬৫০১৪.৯৬

৫.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ হতে শুরু করে এবং জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচিটি বর্তমানে দেশের ২২ টি জেলায় ১২৩ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা দানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব-সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর ।

৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যেন্নয়ন এবং জীবন-যাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২১	১৭৯৩৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৬৫৩	৫৭৯৯৬৬
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৭৩৩.৬৭	১৬৪৯৭.৩৪
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	-	১০,৯০,১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫২৪০.৫৬	২৯৩৩০৩.৪০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৪৬৫৫.৯৭	২৭৪০১৩.৬২

৫.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি ইতিপূর্বে "একটি বাড়ী একটি খামার" নামে পরিচিত ছিল। প্রকল্পটি দেশের ৬৪ টি জেলায় ৪৭৬ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা, পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মকান্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমণের প্রবণতা বন্ধ করা, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩৯	১১৪০৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,০৮৭	৩১৬৩৫৯
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭২.৬৭	৩৯৪৯.৪৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬৫৭০.৩৬	১০১৯৩২.৪০
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬৬৩৯.০২	৮৯২০৮.০২
৬	ঋণ গ্রহীতা (জন)	১৮৮৪৪	৫৮৬৫৬৩
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	৩০	১৯৭৪৭

৫.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) যা ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ০৬টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে ০৫ টি জেলায় ২৭ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৮৬-৮৭ সাল হতে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারী অর্থে পরিচালিত হলেও ২০০৩ সালের ০১ জুলাই হতে কর্মসূচিটি সম্পূর্ন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর) সকল উপজেলা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি ২০২২-২০২৩	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৫২	১৪১৯৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬৭৬১	৪৯৩৬৪৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৬৫৩.১০	২৩৬৯৭.২৫
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৩০১.৭৬	৩৮৭৮৮৪.৪৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৭৬৯০.৩৫	৩৬৬৭৪৫.০৩
৬	স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন (টি)	১৩৭৪	৯১৩১৬
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ (টি)	৪৪৬	২৩০৬৮

৫.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ হতে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএ এর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলায় প্রকল্প ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/ দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১	২০,৭২৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৮৬৫	৭৪৫৮৯৪
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৪২.৬৭	১৩৬৪.৩২
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৯৬.৬৪	৫১০৯.৮৭
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫০৮৪.৮৮	৩৩৪৭৪৬.৪৬
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯১০১.৪১	৩১৮৩০৬.৭৩

৫.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী পুরুষের দারিদ্র নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সনে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৩ টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে- ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীতে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩ টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ০২ মে ২০২১ হতে - সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রিয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি)

একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৫,০২.৫০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগসৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	৯৮	৩৪২১৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৬৫৬	৪০০,০৮৩
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৪৭১.৩৫	৭১২৬.৪৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৬,১৮৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২০৫৩.০২	২২৫৮২৫.৮৭
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩০৯৮.২৭	২০০২৩৭.৪৬

৫.১.৮ এসএমই কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিআরডিবি'র অনুকুলে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। তন্মধ্যে ১ম ধাপে ১৫০.০০ কোটি টাকা ১০,১৮৭ জন সদস্যর মাঝে এবং ২য় ধাপে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় ১০০২৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৪৭৮ টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এসএমই ঋণ (কোডিভ-১৯ প্রনোদনা) কার্যক্রম বিআরডিবি'র এসএমই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা রিপোটিং এবং মনিটরিং এর কাজ চলমান। www.brdbsme.com ওয়েবসাইটে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের প্রোফাইল এবং ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদ রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতি উপজেলায় রিভলডিং ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমান তহবিল জমা হওয়ায় এবংএসএমই ঋণের ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় তা পুনঃবিনিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

.

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি

৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলের ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আর্থ সামাজিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০০ পর্যন্ত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প'' ও ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প'' দুটি একীভূত করে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা।

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৫.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) উদ্দেশ্য : পাবর্ত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬০	১০,৯০৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৭.১৪	২৪৭.৯৮
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৪৫.৪৭	৭৩০৫.৮৮
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫০.০৬	৬৭১৪.৭৮

৫.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে এ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন জয়ী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন এবং নানা কারনে বর্তমানে নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করছেন তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুসারে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষন এবং আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি" গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ''বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষন এবং আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচি'' শিরোনামে গৃহীত কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর অর্পন করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০৩১ খ্রি.

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সদস্য ভর্তি (জন)	-	৩৫,৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯৪১.০৭	১২১৯৭.৪৩
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১২১৫.৭১	৯৯৪৯.৫৫

৫.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আর্দশগ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয় বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রহীত আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আর্দশ গ্রামে পূর্ণবাসিত পরিবার সমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আর্দশ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ১) দেশের ৪০৯টি আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের আয়বর্ধন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধন কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।

২) মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন।

৩) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরীব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩০৭.০০	৫১৫০.৪০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৮৭.৪৫	৪৩৭৫.৯১

৫.২.৪ গুচ্ছ গ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিছড়, জরবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙ্গানের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূযোগে অসংখ্যা পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আর্দশ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহন করা হয়। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান, পুর্নবাসিত জনগোষ্টির জীবন মান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয় বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তক ঘোষিত ‘‘সবার জন্য বাসস্থান’’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুর্নবাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলায়

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২৬৪০.৫৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য : পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুনগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রম অগ্রগতি

ক্রঃনং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২২-২০২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
১	সমিতি গঠন (টি)	১৬	৭০৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৩৯	২০৯৬১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৯.৬৭	১৮৯.৯৮
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫১৬.৬০	৪৩৮২.৮১
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৫১.৬২	৩৪১৬.৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

সফলতার গল্প

মোঃ পলাশ সরকারের সফলতার কাহিনী

মোঃ পলাশ সরকার গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন বিআরডিবি'র দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর চরসরসপুর পূর্বপাড়া অপ্রধান পুরুষ দলের সদস্য। তার নিজের চাষের জমির পরিমান ৫২ শতাংশ, আর এই জমিতে কৃষি চাষ করে আয় দিয়ে তার সংসারের ব্যয় মেটানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর অন্য মেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। ছেলে তার সাথে কৃষিকাজ করে। তিনি বিআরডিবি কতৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর গঠন করা চরসরসপুর পূর্বপাড়া অপ্রধান পুরুষ দলে সদস্য হন। তিনি ২০২২ সালে এই প্রকল্প হতে অপ্রধান শস্য চাষের কলাকৌশল, কেঁচো সার উৎপাদন ও অন্যান্য বিষয়ের উপর তিন দিনের প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষনের পরে তিনি অপ্রধান শস্য চাষে আগ্রহী হয় এবং ৫২ শতক জমি বর্গা নেন এবং উক্ত প্রকল্প হতে ৪% সেবামূল্যে ২০,০০০ টাকা ঋন নেয়। তিনি এই টাকা দিয়ে তার জমিতে মসুর, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি ফসল চাষ করে বেশ লাভবান হন। এরপর ২০২৩ সালে পূর্বের ঋনের টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ৩০,০০০ টাকা ঋন নেয় এবং ১৫৬ শতাংশ জমি বন্দক নেন। তিনি পূর্বের তুলনায় বেশী জমিতে মসুর, সরিষা, বাদাম, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি চাষ করেন। তিনি ৪২ শতক জমিতে আনুমানিক ২২,০০০ টাকা খরচ করে মরিচ চাষ করেন এবং তিনি এ পর্যন্ত মরিচ বিক্রি করে তাঁর আয় হয় প্রায় ১,১০,০০০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্প হতে ঋন নিয়ে অপ্রধান শস্য চাষ করে তার আয় পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে তার পরিবারে দারিদ্রতা কাটিয়ে স্বচ্ছলতা এসেছে। এর পাশাপাশি তিনি পাচটি রিং দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করেন আর ভবিষ্যতে আরও বেশি রিং দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করে বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা আছে। বিআরডিবির অপ্রধান শস্য প্রকল্প হতে বিভিন্ন সহযোগীতা পাওয়ায় তার চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংসারে আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এই প্রকল্প হতে তাঁর মতো সহযোগীতা পেয়ে এই দলের অন্যান্য সদস্যরাও উপকৃত হচ্ছে। মোঃ পলাশ সরকার বিআরডিবি'র সহায়তায় এবং নিজের চেষ্টা দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

মোছা: আকিকুন্নাহার বেগম এখন সাবলম্বী

রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চন্দনপাট ইউনিয়নের ডাঙ্গীরপাড় গ্রামে বাস করে মোছাঃ আকিকুন্নাহার বেগমের পরিবার। তাঁর দুই মেয়ে (একজন প্রতিবন্ধী) ও এক ছেলে। তার সংসারে নিত্যদিনেই অভাব লেগেই থাকতো। দিন মজুর স্বামীর একা উপার্জনের সংসারে কোন ভাবে স্বচ্ছলতা আসছিল না। কি করবে, কিভাবে সংসারে উন্নতি করবে প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসা এবং ছেলে মেয়েকে কিভাবে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে কিছুই ভাবতে পারছিলেন না আকিকুন্নাহার। এমন সময় ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উদকনিক ২য় পর্যায় প্রকল্পের পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীর বাছায়ের জন্য রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের ডাঙ্গীরপাড় গ্রামে দেখা মেলে মোছা: আকিকুন্নাহার বেগমের। তার সব কিছু যাছাই-বাছাইয়ের পর তাকে উদকনিক ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের চুড়ান্ত তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ৪র্থ ব্যাচের শতরঞ্জী ট্রেডে তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় তিনি অত্যান্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজ বাড়িতে গিয়ে একটি শতরঞ্জী তাঁত স্থাপন করেন এবং তৈরি করতে থাকেন বিভিন্ন প্রকার পাপোশ, কার্পেট, জায়নামাজ, ওয়াল শোপিচ, ইত্যাদি। প্রথমে তিনি খুব কম লাভে তার উৎপাদিত পন্য বিক্রয় করেন। ধীরে ধীরে তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এলাকায় ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এতটাই বেড়ে যায় যে, তার আরও কয়েকটি শতরঞ্জী তাঁত স্থাপনের প্রয়োজন হয়। তিনি তখন উদকনিক ২য় পর্যায় প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং প্রকল্পের পক্ষে মাত্র ৬% সেবা মূল্যে ঋণ পেয়ে তিনি আরও দুটি তাঁত মেশিন স্থাপন করেন। বর্তমানে তার শতরঞ্জী কারখানার তাঁতের সংখ্যা ০৩ টি। উৎপাদিত শতরঞ্জী অর্ডার গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন রকমের পন্য তৈরি করে দেন। বর্তমানে তার অধীনে ১০ জন শ্রমিক কাজ করেন। প্রতিমাসে তার উপার্জন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা । বর্তমানে তিনি সমাজে একজন সফল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে মোছাঃ আকিকুন্নাহার বেগমের পরিবার একটি স্বাবলম্বী পরিবার।

ইউসুফ মোল্লার সফলতার গল্প

ইউসুফ মোল্লা ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন বোয়ালী গ্রামের বাসিন্দা। বিআরডিবি অফিসে একজন কর্মকর্তার সাথে ইউসুফ মোল্লার পরিচয় হয়। সেই সুবাদে ইউসুফ মোল্লা বিআরডিবি সর্ম্পকে অবগত হন এবং গত ৩১/১০/২০২২ তারিখে নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বোয়ালী গ্রামের অপ্রধান শস্য দলের একজন সদস্য হন। তিনি অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প থেকে ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মনে মনে নিজেকে একজন সফল কৃষক হিসাবে সকলের মাঝে পরিচিতি লাভের আশায় কঠোর পরিশ্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইউসুফ মোল্লাকে প্রকল্প থেকে সূর্যমুখীর প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। তার ০.১৭ একর জমিতে সূর্যমুখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করেন।তিনি প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সঠিক নিয়মে জমি চাষাবাদ করেন এবং পরিমান মত সার ও সেচ প্রদান করেন। পরবর্তীতে বীজ রোপনের সাথে সাথে বীজ থেকে চারা বের হলে ইউসুফ মোল্লা খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ইউসুফ মোল্লার জমির চারা দেখে এলাকার সকল চাষী অনেক মুগ্ধ হন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে, এত সুন্দর চারা সে কীভাবে তেরী করতে সক্ষম হয়েছে। তখন ইউসুফ মোল্লা তাঁর এলাকার অন্যান্য কৃষকদের বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। তাঁর মুখে হাসি দেখে পরিবারের অন্যান্য সকল সদ্যসগণ খুশি হন। ইউসুফ মোল্লা জমিতে এত ফসল দেখে তার অতীতের সকল দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যান। কারণ ফসল বিক্রি করে অর্থ উর্পাজন করে তিনি সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারবেন। তাঁর ০.১৭ একর জমিতে সূর্যমূখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে তিনি সফলতা লাভ করেন। সূর্যমূখী ফসল চাষের পাশাপাশি একই সাথে তিনি সাথী ফসল হিসাবে ধনিয়া চাষ করেন। সাধারনতঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সূর্যমূখী ও ধনিয়া চাষ করা হয়। সেই সুবাদে ইউসুফ মোল্লা তার ১৭ শতক জমিতে নিয়ম অনুযায়ী একই সাথে উভয় ফসল চাষাবাদ করেন। এতে করে ইউসুফ মোল্লা ফসল বিক্রি করে অধিক লাভবান হন। ইউসুফ মোল্লা তাঁর জমিতে ধনিয়া চাষ করে ৩৫ দিন পর থেকেই ফসল উঠানো শুরু করেন এবং বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হন।

ইউসুফ মোল্লা তার জমি থেকে ১৪,৫০০ টাকার ধনিয়া বিক্রি করেন। পরবর্তীতে ধনিয়া উঠানোর পর তিনি সূর্যমূখীর পরিচর্যা করতে থাকেন। তাঁর ০.১৭ একর সূর্যমূখী ফসলের প্রদর্শনী প্লট থেকে ১৪১ কেজি সূর্যমূখী ফসলের বীজ উৎপাদিত হয়। যার মধ্য থেকে তিনি ৮০ কেজি ফসল বিক্রি করে ৮,৪০০ টাকা উর্পাজন করেন এবং বাকি ৬১ কেজি সূর্যমুখী তিনি তার পরিবারের ব্যবহারের জন্য রেখে দেন। পরবর্তীতে ৬১ কেজি সূর্যমুখী তেল হিসাবে মেশিনে ভাঙ্গানোর পর ২৫ লিটার তেল উৎপাদন হয়। এটা তার পরিবারের জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি। ইউসুফ মোল্লা ২৫ লিটার তেল উৎপাদন দেখে হতবাক হন। এমনকি সূর্যসুখী ভাঙ্গানোর সময় যে পরিমাণ খৈল পেয়েছে সেটা তাঁর বাড়িতে থাকা গবাদিপশুর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগে তিনি একজন কৃষক হিসাবে শুধুমাত্র প্রধান শস্য যেমন: ধান, গম, পাট ইত্যাদি চাষ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রধান শস্যের পাশাপাশি অপ্রধান শস্য যেমন: পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা, সূর্যমুখী, আদা ইত্যাদি চাষ করছেন। ইহাতে তিনি পূর্বে চাষের যে পরিমান আয় অর্জন করতেন তার তুলনায় বর্তমানে অপ্রধান শস্য চাষ করায় অধিক পরিমানে লাভবান হচ্ছেন। তাই ইউসুফ মোল্লার অভাব অনটনের সংসারে বর্তমানে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কর্তৃক।

সামসাদ আকতার এখন স্বাবলম্বী

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাংগী উপজেলাধীন পল্লী প্রগতি প্রকল্পের ভানোর ইউনিয়নের বিশ্রামপুর (চড়তা) গ্রামের মহিলা দলের একজন সদস্য মোছাঃ সামসাদ আকতার। তিনি একজন শিক্ষিত মহিলা। ১৫ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। এক সময় অভাব অনটনই ছিল তাঁর নিত্য দিনের সঙ্গী। তাঁর স্বামী মোঃ হযরত আলী কৃষি কাজ করে পরিবারের ভোরন-পোষন মেটানো তাঁর পক্ষে খুব কষ্ট হতো। তখন মোছাঃ সামসাদ আকতার সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বামীর সাথে আলোচনা করে তিনি কিছু ঋণ নিয়ে কাজ করার জন্য চিন্তা করেন। শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সামান্য পুঁজি দিয়ে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরি চালু করেন। কিন্তু অর্থের অভাবে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরি বেশি দিন চালু রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে বিআরডিবি এর পল্লী প্রগতি প্রকল্পের বিশ্রামপুর (চড়তা) মহিলা দলের একজন সদস্য হয়ে প্রথমে তিনি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ পূর্বক তাঁর শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির কাজ আবার শুরু করেন। ২০১০ সালে তিনি নিজ বাড়ীতে প্রথমে ০৪ টি মেশিন নিয়ে শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং পুণরায় তিনি ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কয়েকবার ঋণ নিয়ে তাঁর ব্যবসাকে প্রসারিত করেছেন এবং নিয়মিতভাবে কিস্তিতে ঋণের টাকাও পরিশোধ করেছেন। ব্যবসায় লাভ দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্তমানে এই সফল উপকারভোগীর নিজস্ব শতরঞ্জি/পাপোশ তৈরির ২৫০ টির ও বেশি মেশিন/যন্ত্র আছে। তাঁর কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করে। এছাড়াও নিজের কারখানার বাইরেও তিনি ১২০টি পরিবারের মধ্যে পাপোশ তৈরির মেশিন/যন্ত্র দিয়ে পন্য উৎপাদন করেন। শ্রমিকদের প্রোডাকশনের উপর মুজুরি প্রদান করেন। তাঁর কারখানায় পণ্য উৎপাদন, গুদামঘর, ডিসপ্লে রুম আছে। ঝুঁকি এড়াতে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থা আছে। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে বিভিন্ন মাপের ও ডিজাইনের পাপোশ। যেমনঃ কার্পেট, জায়নামাজ, পাপোশ, শতরঞ্জি, টেপস্টীক, টেবিল মেথ ইত্যাদি পণ্য তৈরি করে। এই কারখানায় উৎপাদিত পাপোশ পণ্য স্থানীয় বাজারসহ দেশের নামকরা মার্কেটে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্রি করা হয়। তাঁর কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক প্রতিদিন

কাজ করে এবং সব মিলে তাঁর কারখানায় ২৫০ জন মানুষ কাজ করে। এর মধ্যে পুরুষ ১০০ জন এবং নারী ১৫০ জন। বর্তমানে তাঁর ০৩টি কারখান আছে। তাঁর ব্যবসায়ে মূলধনের পরিমাণ =৬০,০০০০০ (ষাট লক্ষ) টাকা। যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে তাঁর বার্ষিক গড় আয় প্রায় ৭০০০০০ (সাত লক্ষ) টাকা। বর্তমানে তিনি বাবার পৈত্রিক ভিটায় পাকা বাড়ী নির্মাণ করেছেন। তাঁর ১ ছেলে ও ১ মেয়ে । ছেলে মেয়ে উভয়ে প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করে । এই পেশায় আর্থিকভাবে লাভবানের পাশাপাশি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পল্লীর জনগনের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় আজ তিনি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

রীনা আক্তারের সফলতার কাহিনী

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন উমেদপুর ইউনিয়নের যোগদাহের মাঠ গ্রামের অতি দরিদ্র ঘরের গৃহিনী রানী আক্তার। তার স্বামী সেলিম আকন স্ত্রীর সহযোগীতা ১৫ টাকা নিয়ে আইসক্রীম বিক্রয় করত। সে আস্তে আস্তে আইসক্রীম বিক্রয় করে তার বাবা মায়ের সংসারের খরচ চালায়। রীনা আক্তার এর সহযোগীতায় সেলিম আকন একটা আইসক্রীম কারখানা দেন। রীনা আক্তার বিআরডিবি'র কর্তৃক পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির (পিইপি) মাঠ সংগঠক এর পরামর্শে রামরায়র কান্দি দঃ পাড়া মবিদ দলে ভর্তি হন। তিনি বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত পিইপি কর্মর্সূচি থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দলীয় গতিশীলতা প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। রীনা আক্তার পিইপি কর্মসূচি থেকে ৯ বার ৭,৫০,০০০/- লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আইসক্রীম কারখানায় বিনিয়োগ করে। এছাড়াও ২,০০,০০০/- লক্ষ টাকা কোভিড/১৯ প্রনোদণা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন। রানী আক্তার আইসক্রীম কারখানার অনেক কাজে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে সে ১৫ শতাংশ জমি ক্রয় করে সেখানে ২টা টিনের ঘর, ১টা একতলা বিল্ডিং তৈরী করে সেখানে আইসক্রীম কারখানা তৈরী করেছে। তার মাসিক আয় ৬০,০০০/- হাজার টাকা। রীনা আক্তারের ১ ছেলে ২ মেয়ে স্কুলে পড়ালেখা করে। সে এখন সফল সদস্য। তিনি বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

রীনা আক্তার তার নিজ আইসক্রিম ফ্যাক্টারীতে।

তানিয়া আক্তারের জীবন সংগ্রামের গল্প

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তানিয়া আক্তার। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন, পুরুষ ২জন, মহিলা ০১ জন। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়ার সুযোগ পান। তার পরিবার অভাব অনটনের মধ্যে সর্বদা বসবাস করতেন। বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের মাঠ সংগঠকের পরামর্শে ইরেসপো প্রকল্পের মুলাদী মহিলা সমিতিতে তানিয়া আক্তার সদস্য হন এবং এ প্রকল্পের সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। তিনি প্রথমে ২০/- টাকা দিয়ে ভর্তি হন এবং ২০০/- টাকা সঞ্চয় জমা দেন। তিনি সাপ্তাহিক সভায় যোগদান সহ নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখতেন। বর্তমানে তার সঞ্চয় জমার পরিমান ১৫,৬৬৯/- টাকা। পরবর্তীতে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তানিয়া আক্তার মুলাদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে আইজিএ ভিত্তিক পান বরজ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নেন। তারপর মুলাদী মহিলা সমিতি থেকে ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকা ঋণ নেন এবং নিজের কিছু জমানো টাকা মিলিয়ে প্রথমে পান বজর চাষ করার জন্য জমিতে বেড়া ও জমি চাষ করে । ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকা ঋণ পরিশোধের পর দ্বিতীয় ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ কিস্তিতে যথাক্রমে ৪০,০০০/-, ৮০,০০০/-, টাকা ও সর্বশেষ ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ নেন। বর্তমানে তার একটি বড় পান বরজ আছে। তিনি প্রথম ছোট আকারে ২০ খানা পানের বরজ দিয়ে কাজ শুরু করেন। পানের বরজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগ দেখা দিত কিন্তু বিআরডিবিতে প্রশিক্ষন নেওয়ার সময় উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে পরিচয়ের সুবাদে তার পরামর্শ নিয়ে রোগের ব্যবস্থা নিতেন। এখন তার ২০০ খানা পানের বরজ ও জমানো টাকা সহ প্রায় ৬,০০,০০০/-(ছয় লক্ষ) টাকার মূলধন রয়েছে।তার কাজে অনুপ্রানিত হয়ে গ্রামের অনেকেই এখন পানের বরজ তৈরি করতেছে। তিনি এখন তার গ্রামের ছোট থেকে বড় হওয়ার মডেল উদাহারণ। তার

পানের বরজে কাজের মাধ্যমে আরো ৩-৪ জন ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে। এরপর থেকে তার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। বর্তমানে সে পান বিক্রি করে মাসিক আয় করেন ২০,০০০/- টাকা। তিনি এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদক নিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা করে থাকেন। তিনি বলেন ইরেসপো প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর আধুনিক জীবন ফিরে পেয়েছেন ও আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তার ছেলের লেখা পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে ভালো আছেন। বর্তমানে তানিয়া আক্তার একজন স্বাবলম্বী নারী। নিজের বুঁদ্বিমত্তা, কর্মতৎপরতা, চেষ্টা, অধ্যবসায় আর কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যতিক্রম এক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন ৩৬ বৎসর বয়সী সফল সমবায়ী তানিয়া আক্তার।

সাবলম্বী জনাব তানিয়া আক্তার উৎপাদিত পান গাছ দেখাচ্ছেন।

সপ্তম অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় পানিগাতি সদাবিক মহিলা দলে উঠান বৈঠক।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় এমব্রয়ডারী পল্লীতে কর্মরত উপকারভোগীগণ

পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

বিআরডিবি'র বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শনে মাননীয় সচিব

বিআরডিবি'র উপপরিচালক সম্মেলনে সচিব মহোদয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র নবযোগদানকৃত হিসাবরক্ষকগণের ওরিয়েন্টশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র উপকারভোগী কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিআরডিবি'র ইরেসপো-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

চর্তুর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ইরেসপো-২ প্রকল্পের উদ্যোগে মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাবুগঞ্জ,বরিশালে পল্লী উন্নয়ন কিশোরী সংঘের কিশোরীদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণোত্তর শিক্ষা উপকরণ বিতরণ